যায়যায়দিন

2 3 AUG 2008

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাস করেনি কেউ

সুনামগঞ্জের ৪৫০ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সামনে শাস্তির খড়গ

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

২০০৭ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কেউ পাস না করায় সুনামগঞ্জের ৪৫০টি সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। এরই মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের কাছে শোকজ লেটার পাঠানো হয়েছে। জবাব আসার পর বাস্তবতা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, জেলায় সরকারি, রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯৪টি। এর মধ্যে সরকারি ৮৫৬টি, রেজিস্টার্ড ৪৫৬টি এবং কমিউনিটি ৮২টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয় থেকে গত শিক্ষা বছরে প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় ৪৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ছাত্রছাত্রীই পাস করেনি। যার ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

সূত্রটি আরো জানায়, ২০০৭ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ২৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২২টি কমিউনিটি ও রেজিস্টার্ড প্রাইমারি বিদ্যালয়, দোয়ারাবাজার উপজেলার ২টি সরকারি ও ১৫টি রেজিস্টার্ড-কমিউনিটি, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ৩টি সরকারি ও ১৬টি রেজিস্টার্ড, তাহিরপুর উপজেলার ৮টি সরকারি ও ৪৮টি রেজিস্টার্ড-কমিউনিটি, ছাতক উপজেলার ৪টি সরকারি ও ৫টি রেজিস্টার্ড, জামালগঞ্জ উপজেলায় ৬টি সরকারি ও ১৯টি রেজিস্টার্ড-কমিউনিটি, ধরমপাশা উপজেলায় ১৩টি সরকারি ও ৪৩টি রেজিস্টার্ড-কমিউনিটি, শাল্লা উপজেলায় ৮টি সরকারি ও ১৩টি রেজিস্টার্ড-কমিউনিটি, জগন্নাথপুর উপজেলায় ১৯টি সরকারি ও ১১টি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের কেউই সব বিষয়ে পাস করেনি। ওই উপজেলার এসব বিদ্যালয়গুলো থেকে ২০০৭ সালের প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরও বিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র সব বিষয়ে পাস করতে পারেনি। আর এসব স্কুলকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্কুলের কেউ পাস না করায় কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে এখন জবাবের আশায় রয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস।

এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার নিম্নমুখী মানের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষকদের সঠিক সময়ে স্কুলে না যাওয়া ও অনুপস্থিতি এবং পাঠদানে অমনোযোগিতা। জানা গেছে, সুনামগঞ্জের বিভিন্ন গ্রাম এলাকার স্কুলের শিক্ষকরা কর্ম এলাকায় না থেকে শহর থেকে অনিয়মিত ও দেরি করে প্রতিনিয়ত স্কুলে যাতায়াত করেন। তারা মাঝেমধ্যে স্কুলে এলেও দায়সারা গোছের কয়েকটি ক্লাস করেই স্কুল ছুটির অনেক আগেই ফিরে আসেন। এটি প্রায় অভ্যাসে পরিণত হলেও জেলা শিক্ষা অফিস বিভিন্ন অভিযোগ থাকার পরও কখনো এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ফলে এসব এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে। সুনামগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ জামাল উদ্দিন জানান, শাস্তিমূলক হিসেবে শিক্ষকদের ইনক্রিমেন্ট কর্তন, বদলিসহ এসব ব্যবস্থা রাখা হবে। তাছাড়া আগামীতে যাতে খারাপ ফলাফল না হয় সেজন্য সতর্ক করে দেয়া হবে।